নারী

১ নং সৃজনশীল প্রশ্নঃ

২৩ শে যে ২০১২ তারিখে প্রথম আলো সংবাদপত্র বাংলাদেমের প্রথম এভারেস্ট বিজয়ী বাঙালি নারী নিশাত মজুমদারকে নিয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। এ প্রতিবেদনের নিশাত মজুমদার বলেন সত্যিই জয় করলাম। এভারেস্টের চুড়ায় এটাই তার প্রথম অনুভুতি। সকল বাধা বিপত্তি জয় করে নিশাত মজুমদার পৌছে গেছেন এভারেস্টের চুড়ায়। পৃথিবীর কাছেবাংলাদেশকে উপস্থাপন করেছেন নতুনভাবে।

ক. মহীয়ান শব্দের অর্থ কী?

খ. পীড়ন করিলে সে পীড়ন এসে পীড় দেবে তোমাকে উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকের নিশাত মজুমদারের মধ্যে নারী কবিতার যে দিকটি ফুটে উঠেছে তার বর্ণনা কর।

ঘ. উদ্দীপকে নারী কবিতার মুলভাব কতটুকু প্রতিফলিত হয়েছে তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও।

১ নং সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর ঃ

ক. মহীয়ান শব্দের অর্থ সুমহান।

খ. পুরুষ যদি নারীকে অত্যাচার করে তবে তা তাকেই যন্ত্রণা দেবে ।আলোচ্য চরণের মাধ্যমে এ বিষয়টি বোঝানো হয়েছে।

নারী সমাজের অর্ধাংশ। তাই পুরুষ যদি নারীকে অত্যাচার করে তবে সমাজের অর্ধাংশ পিছিয়ে যাবে যা পুরুষেরই ক্ষতির কারন হবে এবং ভবিষ্যতে তাকে যন্ত্রণা দেবে।

গ. উদ্দীপকে নিশাত মজুমদারের বিষয়টিতে নারী কবিতার নারীর সুপ্ত শক্তির কথা প্রকাশিত হয়েছে।

নারী কবিতায় কবি কাজী নজরুল ইসলাম নারী ও পুরুষের সমান অধিকারের কথা বলেছেন। এ পৃথিবীতে সভ্যতা গড়ে উঠেছে নারী ও পুরুষের কঠোরপরিশ্রমের মধ্য দিয়ে। কোনো সাম্রাজ্য জয় যুদ্ধ জয় নারীর অংশগ্রহণ ছাড়া সম্ভব হয়নি। পুরুষের আত্মত্যাগ ইতিহাসে লেখ থাকলেও নারীর আত্মত্যাগের কথা সেখানে লেখা নেই। কিন্তু কবি চান নারীর অবদান নারীর শ্রম মেধা ত্যাগ ও শক্তির কথা ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকুক।

উদ্দীপকে বর্ণিত নিশাত মজুমদারের মধ্য দিয়ে নারী কবিতার কবি কাজী নজরুলইসলামের প্রত্যাশায় সার্থক প্রতিফলন ঘটেছে। বাংলাদেশের প্রথম এভারেস্ট বিজয়ী নারী তিনি। সমাজের প্রতিকুলতা পরিবেশের প্রতিকুলতাকে জয় করে তিনি পৌছে গেছেন তার লক্ষ্যের চুড়ায়। ইতিহাসেরপাতায় লিখিয়েছেন নিজের নাম । বাংলাদেশকে তুলে ধরার মাধ্যমে তিনি শুধু নিজের যোগ্যতাকেই প্রমান করেননি সেই সঙ্গে নারীর ক্ষমতা মেধা ও শক্তির অদম্য প্রমাণ দিয়ে শুধু বাংলাদেশ নয় মানবজাতির কাছে এক অনন্য ও অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

ঘ. নারীর অবদান এবং স্বীকৃতিই নারী কবিতার মুলভাব যা উদ্দীপকে সার্থকভাবে প্রতিফলিত হযেছে।

নারী কবিতায় কাজী নজরুল ইসলাম সভ্যতা নির্মাণে নর ও নারীর সমান অবদানের কথা বলেছেন। পুরুষের একার অংশগ্রহণে কোনে বিজয় অর্জিত হয়নি। সবক্ষেত্রেই রয়েছে নারীর অবদান। ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত আছে পুরুষের নামটি কিন্তু নারীর অবদানের কথা লেখা নেই় কবি নারীর প্রতি অবমুল্যায়নের এ অবস্থার পরিবর্তন চেয়েছেন।

উদ্দীপকে এভারেস্ট বিজয়ী নারী নিশাত মজুমদারের স্বীকৃতির মধ্য দিয়ে কবির সে প্রত্যাশা বাস্তব রুপ পেয়েছে। কারন নিশাত মজুমদার এখন বাংলাদেশের গৌরব। একজন নারী হয়ে তিনি র্জন করেছেন পুরুষের সমান গৌরব। নিজ আগ্রহে তিনি জয় করেছেন এভারেস্ট । ইতিহাসের পাতায় প্রথম এভারেস্ট বিজয়ী বাংলাদেশি নারী হিসেবে নিজের নাম লিখিয়াছেন। পৃথিবী স্বীকৃত দিযেছে এ নারীর অবদানকে।

নারী পুরুষে কোনো ভেদাভেদ নেই । নারী তার যোগ্যতাকে প্রতিক্ষেত্রে প্রমাণ করছে। তাই বলা যায় নারী কবিতার মুলভাব উদ্দীপকে সর্বাংশে প্রতিফলিত হয়েছে।

২নং সৃজনশীল প্রশ্নঃ

সৈয়দা রেজওয়ান একজন সফল নারী। পরিবেশ রক্ষায় তার নিষ্ঠাও আন্তরিকতার স্বীকৃতি হিসেবে পেয়েছেন ম্যাগসেসে পুরস্কার ঢাকা ও তার চারপাশের জলাধার নদীসমূহ সংস্কার ও রক্ষার যে অকুতোভয় মানসিকতা দেখিয়াছেন তা এ দেশের নারী পুরুষ সকলের জন্য প্রেরণাদায়ী। তার কার্যকলাপ প্রমান করে মানবকল্যাণে নারীর ভুমিকা মোটেই কমনয়।

ক. বিদ্রোহী কবিতাটি কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়?

খ. সাম্যের গানগাই বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন?

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত কার্যক্রমে নারী কবিতার কোন দিককে উন্মোচিত করেছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. মানবকল্যাণে নারীর ভুমিকা মোটেই কম নয়। নারী কবিতার আলোকে বিশ্লেষণ কর।

২নং সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তরঃ

ক. বিদ্রোহী কবিতা বিজলীয় পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

খ. সাম্যের গান বলতে কবি পুরুষ ও নারীর সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে বুঝিয়েছেন।

আমাদের সমাজে নারী আর পুরুষকে সমান চোখে দেখা হয় না। নারীর অধিকার সম্পর্কে নারীরা নিজেরা অসচেতন। তাই নারীরা কেবল বঞ্চনা আর নির্যাতনের শিকার। কিন্তু কবি এ পরিস্থিতি চান না। তাই তিনি নারী ও পুরুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের আহবান জানিয়েছেন। আর একেই কবি বলেছেন সাম্যের গান।

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত কার্যক্রমে নারী কবিতায় বর্ণিত সামাজিক উন্নয়নে নারীদের অবদানের দিকটি উন্মোচন করে।

নারী কবিতায় পৃথিবীর কল্যাণে নারীদের অবদানের কথা তুলে ধরা হয়েছে। জগতের সকলকাজে পুরুষের পাশাপাশি নারীদের সমান অবদান রয়েছে। একজন নারী কখনো মা কখনো বোন কখন স্ত্রী। তারাই পুরুষের মুর প্রেরণাদাত্রী। তারা তাদের কর্মশক্তি দিয়ে প্রতিনিয়ত পৃথিবীকে এগিযে নিচ্ছে। যা মানব সভ্যতার জন্য কল্যাণের বার্তা বয়ে আনে।

www.digitalstudyroom.com

উদ্দীপকে সৈয়দা রেওজয়ান একজন সফল নারী কর্মী। তিনি তার কর্মশক্তি দিয়ে পরিবেশ রক্ষায় অবদান রেখে চলছে। ঢাকা শহরের জলাধর ও নদী রক্ষায় তার অবদান দুঃসাহসী । যার স্বীকৃতিস্বরুপ তিনি ম্যাগসেসে পুরস্কার পেয়েছেন। নারীর এরুপ কর্মশক্তির স্বীকৃতি কবিতায়ও দেওয়া হয়েছে। তাই বলা যায় উদ্দীপকটি নারী কবিতায় বর্ণিত নারীরে অবদানের দিকটি তুলে ধরে।

ঘ. মানবকল্যাণে পুরুষের পাশাপাশি নারীর অবদান মোটেও কম নয় যা উদ্দী পকে ও নারী কবিতাটি আলোচিত হয়েছে।

নারী কবিতায় মানবকল্যাণের নারীদের অবদানের কথা স্বীকার করা হয়েছে। জগতের সকল কাজে পুরুসের পাশাপাশি নারীদের অবদান রয়েছে। কোনো কালে কোনো পুরুষ একা কোনো কিছ জয় করতে পারেনি। পুরুষের মুল সাফল্য অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে এ সাফল্যর প্রেরণা বা শক্তি সবই নারী। তাই নারীদের প্রতি বৈষম্য করা উচিত নয় বরং তারাও যেন সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখতে পারে সে সুযোগ দেওয়া উচিত।

উদ্দীপকে সৈয়দা রেজওয়ানার সাফল্যের চিত্র তুলে ধরা হযেছে। তিনি একজন সফল নারী কর্মী। পরিবেশ রক্ষায় তার অবদান অপরিসীম। ঢাকা শহরের জলাধার ও নদী রক্ষায় অবদান রাখায় তাকে ম্যাগসেসে পুরস্কার দেওয়া হযেছে। যা সকল নারী পুরুষের জন্র প্রেরণা দান করে।

মানবকল্যানের নারীর অবদান অপরিসীম। সমাজের নানা ক্ষেত্রে পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও অবদান রেখে চলছে। তাই অবহেলা নয় বরং সাহায্যর হাত বাড়িয়ে দিতে হবে নারীরে প্রতি । যা উদ্দীপকে ও কবিতায় সমভাবে আলোচিত হয়েছে।

৩নং সৃজনশীল প্রশ্নঃ

নাজিম সাহেব তিন মাস ধরে তার বিল্ডিং তৈরির কাজ দেখাশোনা করছেন। সারা দিন রাজমিস্ত্রির হেলপার কুলি মজুরদের সাথে থাকেন। তাদের কাজে নাজিম সাহেব সরাসরি সাহায্য করেন। একদিন এক রাজমিস্ত্রি তাকে বলে স্যার এগুলো নিচু লোকদের কাজ এ কাজে আপনাকে মানায় না। জবাবে নাজিম সাহেব বলেন তোমারা নিচু লোকনও বরং তোমাদের অবদানেই আধুনিক বিশ্বসভ্যতা সৃষ্টি।

ক. প্রথম বিশ্বযুদ্ধে কাজী নজরুল ইসলাম কোন পল্টনে যোগ দেন?

খ. সাম্যের গান বলতে কী বোঝানো হয়েছে।

গ. উদ্দীপকে কুলি মজুরদের আক্ষেপ নারী কবিতায় কোন দিককে ইঙ্গি করেছে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. তোমাদের অবদানেই আধুনিক বিশ্বসভ্যতা সৃষ্টি নারী কবিতার আলোকে বিশ্লেষন কর।

৩ নং সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তরঃ

ক. প্রথম বিশ্বযুদ্ধে কাজী নজরুল ইসলাম বাঙালি পল্টনে যোগ দেন।

খ. বেদনার যুগ বলতে কবি যুদ্ধ দাঙ্গা হাঙ্গামাপূর্ণ বর্তমান যুগকে বুঝিযেছেন।

সমগ্র পৃথিবী আজ লড়াইয়ে মেতে আছে। অর্থ নিয়ে লড়াই ক্ষমতার লড়াই। তাই পৃথিবীর কোথায় শান্তি নেই। নারী পুরুষ এক হয়ে সত্যের লড়াইয়ে করলেই পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে।

গ. উদ্দীপকের কুলি মজুরদের আক্ষেপ নারী কবিতার নারী পুরুষের বৈষম্য সৃষ্টির দিককে ইঙ্গিত করেছে।

নারী কবিতায় নারী পুরুসের সমান অধিকার নিশ্চিত করতে বলেছেন। কেননা পৃথিবীর সকল কল্যাণে নারী পুরুষ সমান অবদান রেখেছে। কিন্তু দুখজনক হলেও সত্যি ইতিহাস বা আমাদের সমাজ পুরুষদের কথা স্মরণ রাখলেও নারীর অবদানকে স্বীকার করে না। তারা প্রতিনিয়ত বৈষ্যমের শিকার হয়। তাইকবি সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নারী অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে বলেছেন।

উদ্দীপকে কুলি মজুরদের আক্ষেপে বৈষম্য বিদ্যমান। এখানে নাজিম তিন মাস যাবত তার বিল্ডিং তৈরির কাজ দেখাশোন করেছেন । সারা দিন কুলি মজুরদের মাঝে তিনি থাকেন তাদের সাথে কাজ করেণ্ একদিন একজন মিস্ত্রি আক্ষেপ করে তাকে নিচু লোকদের কাজ করতে নিষেধ করে্ কারণ তারা মনে করে ধনী দরিদ্রের পার্থক্য আকাশ পাতাল । কবিতায় কবি নারী পুরুষের বৈষ্যমের কথা তুলে ধরেছেন। তাই বলা যায় উদ্দীপকটি কুলি মজুরদের আক্ষেপে কবিতায় নারী পুরুষের বৈষম্যের দিককে ইঙ্গিত করেছেন।

ঘ. উদ্দীপকের প্রশ্নোক্ত মন্তব্যে সভ্যতা বিনির্মাণে শ্রমজীবী মানুষের অবদান স্বীকার করা হয়েছে যা নারী কবিতায় নারীদের অবদান স্বীকারকরার দিকটি তুলে ধরে।

নারী কবিতায় কবিসভ্যতার বিনির্মাণে নারীদের অবদান স্বীকার করেছেন। তার মতে জগতের সকল কল্যানে সংগ্রামে জয়ে পুরুষের পাশাপাশি নারীদের সমান অবদান রয়েছে। তারা তাদের শ্রম সাধনা আত্মত্যাগ দ্বারা এই পৃথিবীকে সমৃদ্ধ করেছে। কিন্তু দুখজনক হলেও সত্য যে ইতিহাস বা সমাজ কেউই নারীদের এ অবদানকে স্বীকৃতি দেয়নি। তারা প্রতিনিয়ত অবহেলা আর বঞ্চনা পেয়ে এসেছে।

উদ্দীপকের প্রশ্নোক্ত শ্রমজীবি মানুষের অবদানকে স্বীকার করা হয়েছে। সভ্যতা বিনির্মাণে কারিগর এ শ্রমজীবী মানুষেরা । তারা কঠোর শ্রম সাধনা দিয়ে এ বন্ধ্র পৃথিবীকে করেছে উর্বর শ্বাপদ সঙ্কুল পৃথিবীকে করেছে ববসবাসযোগ্য। তাদের হাত ধরেই এ জগতের সব বিপ্লব সাধিত হয়েছে। তাই তাদের প্রতি বৈষম্য দুর করে প্রাপ্য মর্যাদা নিশ্চিত করতে হবে।

শ্রমজীবী মানুষের কল্যাণে যে এ পৃথিবী এত সুন্দর হয়েছে তা স্বীকার করা হয়েছে উদ্দীপকর প্রশ্নোক্ত মন্তব্যে। আর কবিতায় মানবকল্যাণে নারীদের অবদানের স্বীকৃতি দেওয়ার আহবান করা হয়েছে। তাই বলা যায় উদ্দীপকের প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি কবিতায় বর্ণিত নারীদের অবদান স্বীকার করার অনুরুপ ভাব বহন করে।

৪নং সৃজনশীল প্রশ্নঃ

রিক্সচালক রমিজের একার আয়ে সংসার চলে না বলে স্ত্রী আকলিমা অন্যের বাসাবাড়িতে কাজ করে যা পায় তা দিয়ে সংসারেসহযোগিতা করে। তাদের বড় মেয়ে রেবেকার বিয়ের প্রস্তাব আসলে রমিজ বলে এ ব্যাপারে আমার স্ত্রী মতামত নিতে হবে্

ক. নারী কবিতাটি কোন কাব্য থেকে নেওয়া হয়েছে?

খ. সে যুগ হয়েছে বাসি বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

গ. উদ্দীপকের রমিজ যে কারণে স্ত্রীরমতামতকে গুরুত্ব দিয়েছে তা নারী কবিতার আলোকে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকের মুল বক্তব্যে কাজীনজরুল ইসলামের বক্তব্যেরই প্রতিধ্বনি ফুটে উঠেছে উক্তিটি বিশ্লেষন কর।

৪ নং সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তরঃ

নারী কবিতাটি সাম্যবাদী কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে।

খ. নারীকে অবমানা করার যুগ অবসান হয়েছে।

আমাদের পুরুষশাসিত সমাজের নারীর চিরকাল দুর্বল অবহেলিত । নারীদেরকে সব সময় অবহেলা গঞ্চনার শিকার হতে হয়। নারী অবমাননার সেই যুগের অবসান হয়েছে। নারীরা আজ বুঝতে শিখেছে্ কবি কাজী নজরুল্ ইসলাম আলোচ্য অংশে এই কথা বোঝাতে চেয়েছেন।

গ. সংসারে স্বামী স্ত্রী সমান অধিকার এই বিবেচনায রমিজ তার স্ত্রীর মতামতকে গুরুত্ব দিযেছে।

সংসারে স্বামী স্ত্রীর সমান অধিকার এই বিবেচনায় রমিজ তার স্ত্রীর মতামতকে গুরুত্বদিয়েছেন।

নারী কবিতায় কাজী নজরুল ইসলাম নর ও নারীর সাম্য ও সমান অধিকারের কথা বলেছেন। নারী পুরুষের যৌথ অবদানে সভ্যতার বিকাশ সাধিত হয়েছে। নারীর অবদান বা নারীর অংশগ্রহণ ছাড়া পুরুষ কাজে উন্নতি করতে পারেনি। পৃথিবীর সকল কাজের অংশগ্রহণে নারীর পদচিহ্ন রয়েছে। বিশেষ করে সংসার জীবনে নারীর অবদান অপরিসীম।

উদ্দীপকের রমিজ সাহেব রিক্সাচালক। তার স্ত্রী আকলিমা বাড়িতে কাজ করে সংসারে অর্থনৈতিকভাবে সাহায্য করে।

রেবেকা তাদের বড় মেয়ে। রেবেকার বিয়েরপ্রস্তাব এলে রমিজ সাহেব এক কোনো সিদ্ধান্ত নেয় না। সে তার স্ত্রী আকলিমার মতামত নেওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করে। এখানেই নারী কবিতার মুল বিষয় ফুটে উঠেছে।

নারী কবিতাটি কাজী নজরুল ইসলামের সাম্যবাদী কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত। সাম্যবাদী কবি নর নারী উভয়কেই মানুষ হিসেবে দেখেন। তিনি জগতে নর ও নারীর সাম্য বা সমান অধিকারে আস্থাবান । তার মতে পৃথিবীতে মানবসভ্যতা নির্মাণে নারী ও পুরুষের অবদান সমান্ নারী পুরুষের সমান অংশগ্রহণে সংসার জীবন সুন্দরভাবে গড়ে ওঠে।

উদ্দীপকে রিক্সাচালক রমিজের স্ত্রী আকলিমা অন্যের বাসাবাড়িতে কাজ করে। বাসাবাড়িতে কাজ করে আকলিমা যে অর্থ পায় তা দিয়ে সংসারের কাজে রমিজকে সাহায্য করে্ বড় মেয়ে রেবেকার বিয়ের প্রস্তাব এলে রমিজ আকলিমার মতামত গ্রহণে আগ্রহী হয়। সংসারে স্বামী স্ত্রীর সমান অধিকারের কথ ভেবে সে তার স্ত্রীর মতামত নিতে চায়।

উদ্দীপকের মুলবক্তব্যে আমরা দেখি কাজী নজরুল ইসলামের বক্তব্যেরই প্রতিধ্বনি ফুটে উঠেছে। রমিজের সংসারে অর্থনৈতিকভাবে সাহায্য করে তার স্ত্রী। আবার রমিজ্ সংসারে গুরুত্বপূর্ণ কাজে স্ত্রীর মতামত গ্রহণ করে। কাজী নজরুল ইসলামের নারী কবিতারমুল বক্তব্যেই হচ্ছে নারী পুরুষের সমান অধিকারের বিষয়টি সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে যা কবির বক্তব্যের প্রধান সুর।

জ্ঞানমুলক প্রশ্নের উত্তরঃ

১। নারী কবিতাটি কে লিখেছেন?

উত্তরঃ নারী কবিতাটি লিখেছেন কাজী নজরুল ইসলাম

২। নারী কবিতাটি কোন কাব্য থেকে সংকলিত?

উত্তরঃ নারী কবিতাটি সাম্যবাদী কাব্য থেকে সংকলিত হয়েছে।

৩। কাজী নজরুল ইসলাম কত সালে মৃত্যুবরণ করেন।

উত্তরঃ কাজী নজরুল ইসলাম ১৯৭৬ সালে মৃত্যুবরণ করেছেন।

www.digitalstudyroom.com

৪। কবির কাছে কিসে ভেদাভেদ নেই?

উত্তরঃ কবির কাছে নারী পুরুষ কোন ভেদাভেদ নেই।

৫। সাম্য অর্থ কী?

উত্তরঃ সাম্য অর্থ সমতা।

৬। কাজীনজরুল ইসলামের বিদ্রোহী কবিতাটি কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়?

উত্তরঃ কাজী নজরুল ইসলামের বিদ্রোহী কবিতাটি বিজলি পত্রিকায় প্রকাশি হয়।

৭। ডঙ্কা শব্দের অর্থ কী?

উত্তরঃ ডঙ্কা শব্দের অর্থ জয়ঢাক।

৮। বিজয় লক্ষী নারী কি দিয়েছেন?

উত্তরঃবিজয় লক্ষী নারী দিয়েছে প্রেরণা ও শক্তি।

৯। মহীয়ান শব্দের অর্থ কী?

উত্তরঃ মহীয়ান শব্দের অর্থ সুমহান।

১০। কবি কিসের গান গাওয়ার কথা বলেছেন?

উত্তরঃ কবি সাম্যের গান গাওয়ার কথা বলেছেন।

অনুধাবনমুলক প্রশ্নের উত্তরঃ

১। কবি বর্তমান সময়কে বেদনার যুগ বলতে কী বুঝিয়েছেন?

উত্তরঃ বর্তমান যুগেও নারীর প্রতি পুরুষের বৈষম্য শেষ হয়নি বলে কবি একে বেদনার যুগ বলেছেন।

ইতিহাস থেকে আমরা দেখতে পাই যে সবকালেই নারীর প্রতি পুরুষ বৈষম্যমুলক আচরণ করেছে। সমাজও যে আচরণকে বৈধতা দিয়েছে। কিন্তু বর্তমান যুগ বিজ্ঞান প্রগতি ও সমআধিকার যুগ। এখানো সমাজ নারীর প্রতি বৈষম্য করে চলেছে। এ কারণে কবি ও যুগকে বেদনার যুগ বলেছেন।

২। কত নারী সিথির সিদুর লেখা নাই তার পালে বুজিয়ে লেখ।

উত্তরঃ কত নারী কত স্বামীকে হারিয়েছে সে কথা ইতিহাসের কখনো লেখা হয় না লাইনটিতে দ্বারা তাই ইতিহাসে লেখাহয় না ।

লাইনটিতে দ্বারা তাই বোঝানো হয়েছে।

কোনো যুদ্ধে পুরুষ খুন হলে তা ইতিহাসে লেখা হয। তা স্ত্রীর উৎসাহ ও প্রেরণা ছিল বলেই সে যুদ্ধে যেতে পেরেছিল। পুরুষের যুদ্ধে গিয়েখুন হওয়াটা নারীর আত্মত্যাগ। কিন্তু ইতিহাসে পুরুষের অবদান যতটা লেখা হয় নারীর অবদান ততটা লেখা হয় না।

৩। জগতের বড় বড় অভিযান কিসে মহীয়ান হয়েছে?

উত্তরঃ জগতের বড় বড় অভিযান মাতা ভগ্নী ও বধুদের ত্যাগে মহীয়ান হয়েছে ।

www.digitalstudyroom.com

পৃথিবীতে মানব সভ্যতা নির্মার্ণে নারী ও পুরুষের অবদান সমান। নারীর অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ ছাড়া পুরুষের কোনো কাজে সফল হয়নি। পৃথিবীর বড় বড় অভিযানে নারীর ভুমিকা অপরিসীম। তাই নারীর ত্যাগকে মহীয়ান বলা হয়েছে।

৪। পীড়ন করিলে সে পীড়া এসে পীড়া দেবে তোমাকেই ব্যাখ্যা কর।

উত্তরঃ যুগেরধর্ম বোঝাতে কবি আলোচ্য উক্তিটি করেছেন।

যুগের র্ধম হলো কেউ কারো ক্ষতিকরার চেষ্টা করলে যুগান্তরে সেই ক্ষতি নিজের উপরই এসে পড়ে। পুরুষ সবসময়ই নারীকে নির্যাতনও নিপীড়ন করতে চায়। কিন্তু তাদের এই হীন কর্মকান্ড একদিন তাদেরই চরম পরিণতির কারণ হতে পারে। যে পীড়া সে অন্যকে দিতে চাইছে সেই পীড়া একদিন তার উপরই এসে পড়তে পারে যা কবি আলোচ্য উক্তিতে বুঝিযেছেন।

৫। সাম্যের গান গাইতে কবি কী বুঝিয়েছেন?

উত্তরঃ সাম্যের গান গাই বলতে কবি নারী পুরুষের সমঅধিকারের কথাই ব্যক্ত করেছেন। কবি নজরুল ইসলাম নারী পুরষকে আলাদাভাবে দেখেন না। তিনি উভয়কেই দেখেন মানুষ হিসেবে। এ পৃথিবীতে যা কিছু সৃষ্টি হয়েছে তা নারী বা পুরুষ উভয়ের পরিশ্রমেরই ফল। তাই কবির চোখে নারীর পুরুষের মর্যাদা ও অধিকার সমান। এ কারণেই তিনি সাম্যের গান তথা সমব অধিকারের কথা ব্যক্ত করেছেন।

৬। ইতিহাসে পুরুষের অবদান যতটা লেখা হয়েছে নারীর অবদান ততটা লেখা হয়নি কেন?

উত্তরঃ ইতিহাসে পুরুষের অবদান যতটা লেখা হয়েছে নারীর অবদান ততটা লেখা হয়নি।

নারীর মর্যাদা অধিকার বঞ্চিত ছিল ছিল নির্যাতিত ও পীড়িত। অথচ বিশ্বের যা কিছু কল্যাণকর তা রঅধের্ক করেছে অর্ধেক করেছে নর আবার নরদের প্রেরণাও যুগিয়েছে নারীরা। কিন্তু নারীরা অধিকার থেকে বঞ্চিত। পুরুষের অবদান যতটা লেখা হযেছে নারীর অবদান ততটা লেখা হয়নি।

৭। নর যদি নারী বন্দী তবে এর পরযুগে

আপনারি রচা ঐ কারগারে পুরুষ মরিবে ভুলে বুঝিয়ে লিখ।

উত্তরঃ নারীকে বন্দি করে রাখলে তার পরিণতি কী হয় সে সম্পর্কে উক্ত চরণে আলোকপাত করেছেন কবি।

পৃথিবীর সমস্ত ইতিহাস ও বিনির্মান নারী পুরুষের যৌথ প্রয়াসে হলেও পুরুষ আত্মপ্রয়োজনে নারীকে বন্দি রেখেছে সবসময়। কিন্তু সেদিন পরিবর্তন হয়েছে নারীশক্তির জয়গান হচ্ছে আজ সর্বত্র। তাই নারীকে এখন বন্দি রাখতে চাইলে পুরুষকেই উল্টে বন্দিদশায় পতিত হতে হবে।

৮। সে যুগ হয়েছে বাসি বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

উত্তরঃ যে যুগ হয়েছে বাসি বলতে পুরুষতান্ত্রিক সমাজকর্তৃক নারীদের দাসীরুপে গণ্য কার সময়কে বোঝানো হয়েছে।

এক সময়ে সমাজে নারীকে দাসী হিসেবে গণ্য করা হতো। সমাজ গঠনে তাদের অবদানকে স্বীকার করা হতো না। কিন্তু আধুনিক শিক্ষিত সমাজে সে ধারণা সেকেলে হয়ে গেছে।

অতিরিক্ত সৃজনশীল প্রশ্নঃ

১। উদ্দীপকটি পড়ে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

গণতান্ত্রিক এই যুগে পুরুষের মতো নারীরাও পরিপূর্ণ নাগরিক অধিকার লাভ করছে। রমণীরা যে যুগে দাসী ছিল এবং যে যুগে তাদের আত্ম নেই বলে সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়েছিল সে-যুগ গত হয়ে গেছে। বিশ্বের উন্নত দেশগুলোতে উপযুক্ত শিক্ষা গ্রহণ করে পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছে। রাজনীতিবিদ, বৈমানিক, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তারসহ সমাজের প্রায় সকল ক্ষেত্রেই নারীর অবদান লক্ষণীয়। সেখানে নারী-পুরুষ সমভাবে কাজ করে সমাজকে উন্নতির পথে নিয়ে যাচ্ছে। তবে বরাবরই নারী তার প্রাপ্য স্বীকৃতি থেকে বঞ্চিত রয়েছে।

ক. ডঙ্কা কী?

খ. "প্রেরণা দিয়াছে, শক্তি দিয়াছে বিজয়-লক্ষ্মী নারী"– এ চরণ দ্বারা কবি কী বুঝিয়েছেন?

গ. উদ্দীপকের বক্তব্যে 'নারী' কবিতার সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি ব্যাখ্যা কর।

ঘ.সভ্যতা গঠনে সমান অবদান রাখলেও ইতিহাসে নারীরা পুরুষের সমান মূল্যায়ন পায়নি– উদ্দীপক ও 'নারী' কবিতার আলোকে বিশ্লেষণ কর

২ ।উদ্দীপকটি পড়ে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

প্রযুক্তির উৎকর্ষতার এ যুগে ডিজিটাল ও সমৃদ্ধিশালী বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও সমভাবে অংশগ্রহণ করছে। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী একজন নারী। তিনি এ লক্ষ্যে আমাদের পথনির্দেশ করছেন। আমাদের জাতীয় সংসদে ৬ জন নারী মন্ত্রীসহ ৫০ জন নারী সাংসদ দক্ষতার সাথে তাদের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। কিন্তু পুরুষের সত্যিকার মানসিকতার পরিবর্তন না হওয়ায় আজও আমাদের সমাজে নারী-পুরুষ সম অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

ক. কোন শ্রেণিতে পড়ার সময় কবি নজরুল বাঙালি পল্টনে যোগদান করেন?

খ. যুগের ধর্ম বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন?

গ. উদ্দীপকটিতে 'নারী' কবিতার কোন দিকটি ফুটে উঠেছে?

ঘ.উদ্দীপক 'নারী' কবিতায় কোন দিকটির প্রতিনিধত্ব করে? ব্যাখ্যা কর।

৩। উদ্দীপকটি পড়ে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১৫ বছর বয়সী হালিমা চার ভাইয়ের মাঝে সকলের ছোট। রূপবতী ও বুদ্ধিমতী হওয়া সত্ত্বেও ভাইয়ের ন্যায় তাকে স্কুলে পড়তে দেওয়া হয় নি। পরিবারের সকল কাজে মাকে সাহায্য করাই ছিল তার দৈনন্দিন কাজ। হঠাৎ একদিন বাবা-মা তাকে ৩৫ বছর বয়স্ক এক ব্যবসায়ীর সাথে বিয়ে দিয়ে দিলেন। শ্বশুরালয়েও তার কপালে শান্তি জুটল না। যৌতুকের জন্য শ্বশুর-শাশুড়ির অকথ্য নির্যাতন সইতে হতো তাকে। অপরিণত বয়সে সন্তান ধারণ করতে গিয়ে অকালে হালিমার মৃত্যু হয়।

ক. কবি কাজী নজরুল ইসলাম কত সালে জন্মগ্রহণ করেন?

খ. 'বীরের স্মৃতি-স্তম্ভের গায়ে লিখিয়া রেখেছে কেবা?'– অত্র চরণটিতে কী লিখে রাখার কথা বলা হয়েছে?

গ. উদ্দীপকের হালিমার জীবনের ঘটনাটি 'নারী' কবিতার কোন দিকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর।

ঘ.সমাজে নারী-পুরুষের মাঝে কোনো ভেদাভেদনেই– কবির এ মন্তব্য উদ্দীপকে প্রতিফলিত হয়নি– মতামত দাও।

www.digitalstudyroom.com